১৯৮২'র ব্যাচের সামাজিক উদ্যোগ

১৯৮২ সালে যারা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করার পরে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ গড়ে তুলেছে নিজেদের মধ্যে। সেই সূত্রে তারা তৈরি করেছে 'আমরা ৮২' নামে গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর উদ্যোগে ইতিমধ্যে কিছু সামাজিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙায় অবস্থিত 'প্রয়াস' নামে একটি সংস্থা দুঃস্থ কন্যাশিশুদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। ওই শিশুদের এবং 'প্রয়াস'-এর উদ্যোগে পরিচালিত ফ্রি কোচিং সেন্টারের ছাত্রছাত্রীদের হাতে শারদ উৎসবের সময়ে 'আমরা ৮২'-র তরফে গত দুই বছর তুলে দেওয়া হয়েছে নতুন পোশাক। সেই সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহের স্বল্প খরচের চিকিৎসা কেন্দ্র

গুডউইলকে 'আমরা ৮২'-র তরফে দেওয়া হয়েছে চারটি শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র। করোনা মহামারীর পর্বে বারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের সহযোগিতায় সংস্থার আগরপাড়া ক্যাম্পাসে ১৯৮৯ সালের মাধ্যমিক উত্তীর্ণরা চালু করেছিল সেফ হোম। সেখানেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল 'আমরা ৮২'। ওই সেফ হোমে তাদের উদ্যোগে ব্যবস্থা করা হয়েছিল রোগীদের চিকিৎসার জন্য ৫টি শয্যা ও একটি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটরের। সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল ৫টি পেডেস্টাল ফ্যান, ২০ জোড়া বালতি ও মগ, রোগীদের সামগ্রী রাখার জন্য ৫টি শেল্ফ, দু'শো মাস্ক এবং হরলিক্স।